

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বহুতল ভবন এর অনাপত্তিপত্র আবেদন ফরম।
(বিধঃ প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন এবং এককের ক্ষেত্রে এসআই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে)

Land Use Occupancy Type

১।	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর নাম ও পদবী)	ঃ		
২।	প্রস্তাবিত ভবনের নাম ও ঠিকানা (হোল্ডিং নাম্বারসহ)	ঃ		
৩।	প্রস্তাবিত জায়গার বর্তমান অবস্থা	ঃ		
৪।	প্রস্তাবিত ভবনের ধরণ	ঃ	ক) আবাসিক গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান	খ) বাণিজ্যিক ঘ) অন্যান্য
৫।	ড্র্যাপ অনুযায়ী প্রস্তাবিত জায়গা বর্তমান কি ধরনের ভূমি ব্যবহার উল্লেখ রয়েছে (অনুলিপি সংযুক্ত করাতে হবে)	ঃ		
৬।	প্রস্তাবিত জায়গার জন্য সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক কত ফুট উচ্চতার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে (অনুলিপি সংযুক্ত করাতে হবে)	ঃ		
৭।	প্রস্তাবিত ভবনের জায়গার পরিমাণ (বর্গ মিটার)	ঃ		
৮।	জমির মালিকের নাম	ঃ		
৯।	প্রস্তাবিত ভবনের মোট আয়তন (Buildup Area) (বর্গ মিটার), সর্বমোট ইউনিট/ফ্ল্যাট সংখ্যা ও ইউনিট/ফ্ল্যাটের একক আয়তন (বর্গ মিটার)	ঃ		
১০।	প্রস্তাবিত ভবন কত তলা, (কতটি বেইজমেন্ট)	ঃ		
১১।	প্রস্তাবিত ভবনের সামনে বা পাশের রাস্তার প্রশস্ততা	ঃ		
১২।	প্রস্তাবিত স্থানে বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রহের (কন্টেইনার/ডাস্টবিন) নেটওয়ার্ক আছে	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
	● থাকলে প্রস্তাবিত ভবন থেকে এর দূরত্ব কত?	ঃ		
	● না থাকলে প্রস্তাবিত স্থানে ডিএনসিসি'র বিদ্যমান ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহের সিস্টেম বিদ্যমান আছে?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
	● থাকলে বিবরণ	ঃ		
১৩।	প্রস্তাবিত ভবন দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ (মাথা পিছু দৈনিক ০.৫ কেজি হিসেবে)	ঃ		
১৪।	ডিএনসিসি'র হালনাগাদ হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে(হ্যাঁ হলে অনুলিপি সংযুক্ত করাতে হবে)	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১৫।	প্রস্তাবিত ভবনের গাড়ী পার্কিং এর সংখ্যা	ঃ		
১৬।	ভবন নির্মাণ সামগ্রী রাখার প্রয়োজনীয় জায়গা আছে	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১৭।	নির্মাণ বর্জ্য কি প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা হবে	ঃ	ক) নিজস্ব উদ্যোগে ডিএনসিসি'র আমীন বাজারস্থ ডাম্পিং স্পটে অপসারণ করবো। খ) অন্য প্রস্তাবনা (যদি থাকে):	
১৮।	প্রস্তাবিত ভবনের চারপাশের জমি/স্থাপনার বিবরণ (ভবনের ক্ষেত্রে কত তলা, রাস্তার ক্ষেত্রে নাম)	ঃ	ক) উত্তরে গ) পূর্বে	খ) দক্ষিণে ঘ) পশ্চিমে
১৯।	প্রাসঙ্গিক মন্তব্য (যদি থাকে)	ঃ		
আমার জ্ঞান অনুযায়ী উপরোক্ত তথ্য সঠিক ও নির্ভুল। কোন প্রকার ভুল তথ্য প্রদান বা গোপন করে থাকলে এর দায়-দায়িত্ব আমি নিজে বহন করবো। নির্মিতব্য ভবনের নির্মাণ সামগ্রী রাখার ক্ষেত্রে যানজট অথবা পথচারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাহা মেনে চলতে বাধ্য থাকিব। অনুমোদিত হওয়ার পর যে কোন ভুল তথ্য বা অসামঞ্জস্যতার কারণে অথবা সরকারের যে কোন প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ এই ছাড়পত্র বাতিল করিতে পারিবে।				

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বহুতল ভবনের ছাড়পত্র সংক্রান্ত চেকলিস্ট

- (ক) **আবেদন** : ডিএনসিসি'র আওতাভুক্ত এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ডিএনসিসি'র ছাড়পত্রের জন্য ডিএনসিসি'র মাননীয় মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাদা কাগজে লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি/নকশা সংযুক্ত করতে হবে। যথাঃ -
- (খ) **ডিএনসিসি নির্ধারিত আবেদন ফরম ও মূল্য** : ডিএনসিসি'র নির্ধারিত ছাড়পত্র আবেদন ফরম ক্রয় বাবদ নির্ধারিত চালান মারফত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ২৫০/- (টাকা দুইশত পঞ্চাশ) জমা প্রদান করতে হবে। চালানের একটি কপি ডিএনসিসি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা প্রদানপূর্বক নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকৃত ফরম যথাযথভাবে পূরণকরতঃ চালানের একটি কপি সহকারে সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন ফরমে কোন প্রকার সংশোধন করা হলে সেক্ষেত্রে সংশোধিত অংশের পার্শ্বে আবেদনকারীর স্বাক্ষর লাগবে।
- (গ) **পাওয়ার অব এ্যাটর্নী** : আবেদনকারী (জমির বৈধ এক/একাধিক মালিক) যদি নিজে আবেদন না করে তাঁর/তাদের পক্ষে অন্য কাউকে মনোনয়ন করেন সে ক্ষেত্রে পাওয়ার অব এ্যাটর্নীর সত্যায়িত ফটোকপি। জমির মালিক যদি একাধিক হন এবং মালিকপক্ষ সরাসরি গং হিসাবে আবেদন করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ডিএনসিসি'র নির্ধারিত আবেদন ফরম এবং অংশীকারনামাতে জমির মালিকপক্ষের সকলের স্বাক্ষর থাকতে হবে।
- (ঘ) **জমির মালিকানা দলিল** : জমির মালিকানা দলিল এবং মালিকানার যথার্থতা যাচাই সংক্রান্ত কাগজপত্রাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
- (ঙ) **হালনাগাদ পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্সের কপি** : ডিএনসিসি'র হালনাগাদ পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্সের সত্যায়িত ফটোকপি।
- (চ) **নকশা-২ সেট** :- নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী নকশা দাখিল করতে হবে-
- ১। সম্পূর্ণ ড্রইং এ-ওয়ান সাইজের কাগজে হতে হবে।
 - ২। ইন্টারনাল ডাস্টবিনের লোকেশন প্রস্তাবিত ভবনের এন্ট্রি/এক্সিট পয়েন্ট -এর কাছাকাছি সুবিধাজনক পাকা অংশে দেখাতে হবে। কোনক্রমেই কাঁচা/গ্রীণ স্পেসে দেখানো যাবে না। ইন্টারনাল ডাস্টবিন হতে বর্জ্য অপসারণের জন্য রুট দেখাতে হবে। বর্জ্য সংগ্রহের রুট কাঁচা/গ্রীণ স্পেসে দেখানো যাবে না। বর্জ্য সংগ্রহের রুট অবশ্যই পাকা অংশে থাকতে হবে। ইন্টারনাল ডাস্টবিনে বর্জ্য ফেলা/অপসারণের জন্য যাতে কাঁচা/গ্রীণ স্পেস পার হতে না হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোরে সেপটিক ট্যান্ড্র ও সোপ পিট এর অবস্থান দেখাতে হবে।
 - ৩। ইন্টারনাল ডাস্টবিনের পৃথক দু'টি চেম্বার থাকবে। একটি জৈব (অর্গানিক) এবং অপরটি অজৈব (ইনঅর্গানিক) বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত হবে। চেম্বার দু'টির পরিমাপ এবং সেকশন দেখাতে হবে। চেম্বার দু'টির ওপেনিং ডোর প্রপার্টি লাইন/ডিসিসি'র ফুটপাথ বা রাস্তার দিকে দেখানো যাবে না।
 - ৪। লে-আউট প্লানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিন এবং প্রস্তাবিত ভবনের ইন্টারনাল ডাস্টবিন -এর লোকেশন ও দূরত্ব দেখাতে হবে।
 - ৫। প্রস্তাবিত ভবনের গাড়ী পার্কিং -এর জন্য প্রয়োজনীয় র‍্যাম্প প্রপার্টি লাইন হতে ন্যূনতম ৬(ছয়) মিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিদ্যমান রাস্তা/ফুটপাথের সমলেভেলে রেখে শুরু করতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবিত ভবনে গাড়ী প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার জন্য প্রপার্টি লাইন হতে ন্যূনতম ৬(ছয়) মিটার জায়গা বিদ্যমান রাস্তা/ফুটপাথের সমলেভেলে সম্পূর্ণ ফাঁকা রাখতে হবে।
 - ৬। প্রস্তাবিত ভবনের পরিচিতি (নেম প্লেট) ফলকের নকশা ফ্রন্ট এ্যালিভেশনে দেখাতে হবে। একই নকশা পরিমাপ সহকারে একই সীটে জুম/বড় করে দেখাতে হবে। পরিচিতি ফলকের নকশায় ভবনের নাম/ঠিকানা প্রিন্ট করা থাকতে হবে।
 - ৭। লে-আউট প্লানে কার পার্কিং (গাড়ির সংখ্যা, ড্রাইভ ওয়েসহ) দেখাতে হবে।
 - ৮। গ্রাউন্ড ফ্লোর প্লানে আবাসিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ড্রপ-অফ এরিয়া এবং বানিজ্যিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পার্কিং বে দেখাতে হবে।
 - ৯। টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান, এ্যালিভেশন (ইস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ) এবং টিপিক্যাল ক্রস সেকশন (র‍্যাম্প/সিঁড়ি) বরাবর দেখাতে হবে।
 - ১০। টোটাল ফ্লোর এরিয়া/টোটাল বিল্ট-আপ এরিয়া/টোটাল কন্সট্রাকটেড এরিয়া বর্গ মিটারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক ফার ক্যালকুলেশন সীট সংযুক্ত করতে হবে।
 - ১১। যেভাবে লে-আউট প্ল্যান দেখানো হবে ঠিক সেভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান দেখাতে হবে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে সেপটিক ট্যান্ড্র ও সোক-পিট দেখাতে হবে। উচ্চতা সনদ ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে।
 - ১২। ড্রইং সিট -এর গায়ে ড্রইং ফর ডিএনসিসি এ্যপ্রোভাল লিখা থাকতে হবে।।
 - ১৩। ড্রইং সিট- এ জমির মালিক/আম-মোক্তারনামা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং স্থপতির স্বাক্ষর (আই.এ.বি -এর রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) থাকতে হবে।
 - ১৪। উল্লিখিত শর্তাবলী ব্যতিরেকে নকশার অন্যান্য বিষয়াদি “ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা-২০০৮” অনুযায়ী হবে।
- (ছ) **অঙ্গীকারনামা** :- অঙ্গীকারনামা নিম্নোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী ৩০০/- (টাকা তিনশত) মূল্য মানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের গায়ে কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।

অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতেছি যে, ঠিকানা :- এর উপর..... তলা বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক/বাণিজ্যিক/আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক/অ-আবাসিক/প্রাতিষ্ঠানিক/শিল্প ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

- ১। ডিএনসিসি'র নির্ধারিত স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে বর্জ্য অপসারণ করতে বাধ্য থাকিব।
- ২। ভবনের নির্মাণ কাজ চলিবার সময় নির্মাণ সামগ্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন জায়গায় রাখিয়া নির্মাণ কাজ করিব না।
- ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন স্থাপনার ক্ষতিসাধন হইলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।
- ৪। ডিএনসিসি'র ফুটপাথ বা রাস্তার উপর নির্মিতব্য ভবনের র‍্যাম্প নির্মাণ করা হইবে না।
- ৫। নির্মিতব্য ভবনের স্যুয়ারেজ সিস্টেম কোনক্রমেই ডিএনসিসি'র ড্রেনেজ লাইনের সাথে সংযুক্ত করিব না।
- ৬। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের শর্তাবলীর পাশাপাশি কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা-২০১৩, ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনসহ সরকারী সকল বিধি নিষেধ অনুসারে প্রস্তাবিত ভবনটি নির্মাণ করতে হবে

.....
নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা

(জ) ছাড়পত্র ফি এবং নির্মাণ বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত জামানত :

দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাই এবং তা ডিসিসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে ডিএনসিসি কর্তৃক নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি এবং নির্মাণ বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত জামানত বাবদ মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন -এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পৃথক দু'টি পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে।